# গোলামের জবানবন্দী

রচনা - র.আমিন

নাট্যরূপ- এম.ডি আজিম

# গোলামের জবানবন্দী

রচনা - র.আমিন
নাট্যরূপ- এম.ডি আজিম

প্রকাশকাল : মার্চ, ২০২১ **(স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী)**
প্রকাশক : Amazon.com Inc., USA
পরিবেশক : Amazon.com Inc., USA
সত্ত্ব : লেখক
শুভেচ্ছা মূল্য : USD 10/-

---

কুশিলব : গোলাম, সাংবাদিক-১, সাংবাদিক-২ (নারী) ও সাংবাদিক-৩
পর্ব : দৃশ্য-১, দৃশ্য-২, দৃশ্য-৩, দৃশ্য-৪, দৃশ্য-৫, দৃশ্য-৬ ও শেষ দৃশ্য

---

Golamer Jabanbondi
Written by R.Amin, Theatrical form by Md.Azim
Published by Amazon.com Inc., USA. In March, 2021
Price: USD 10 Only
ISBN # 9781727793352

## দৃশ্য-১

**(আলো জ্বলে উঠবে।-ড্রয়িংরুমে গোলাম অপেক্ষা করছেন, সাংবাদিক-১ এর প্রবেশ)**

সাংবাদিক-১ - আস্সালামুআলাইকুম স্যার ।

গোলাম - ওয়ালাইকুমাস্সালাম। আপনেতো দেখতাছি মিয়া, ঠিক টাইম মতনই আইসা পড়ছেন। বসেন, বসেন।

সাংবাদিক-১ - কথা কি স্যার, সাংবাদিকরাতো আর আপনার মতন অনেক বেলা পর্যন্ত ঘুমাবার সুযোগ পায় না। সব সময়ের জন্য আলার্ড থাকতে হয়।

গোলাম - কথাডা মিয়া ফালাইয়া দেয়ানের মতন না। তাছাড়া আপনারা তো আবার দেশের-জাতির এমনকি সারা বিশ্বের চোখ-নাক-কান-গলাসম। আর আমাদের কথা কি কমু-নানান ঝুই-ঝামেলা, আড্ডা-উডডা মাইরা গভীর রাইতে বিছানায় যাই- হালায় হেইখানেও শান্তি নাই। যাউগগা-হেই কথা, আপনার নামটা কিন্তু জানা হল না মশাই ?

সাংবাদিক-১ - বলেন কি স্যার ? গতকালতো স্বয়ং আপনিই আমাকে অ্যাপয়নমেন্ট দিলেন।

গোলাম - আরে মিয়া, আপনার মতন ঐরকম বহুত সাংবাদিকতো এই গোলামের কাছে আসে। কয়টার নাম মনে রাখুম আপনেই কন ?

সাংবাদিক-১ - আজকে স্যার আপনার তবিয়ত বেশি ভাল বলে মনে হচ্ছে না।

গোলাম - এইডা কি কন মিয়া, আমার কথা বলার সময় মানে আমার সময় খুব কম হইলেও আপনাগোর কাছে কি আর সেই অজুহাত চলে ? হাজার হোক আপনারা হইলেন- আমার জীবনের সবচাইতে কাছের মানুষ। সুখে-দুঃখে আপনারাই আমার একমাত্র সার্বক্ষণিক সঙ্গী।

সাংবাদিক-১ - শুনে খুব খুশি হলাম স্যার। আজকে আপনার ভাষাটা যেন কেমন মনে হচ্ছে...........

গোলাম - আমি কিন্তু আপনারে পেরথমে দেইখাই ভাবছি, আপনে একজন পাক্কা সাংবাদিক। শোনেন, ভাষার কথা কি কমু-জীবনেতো হালার বহুত ভাষায় কথা কইলাম-এই ধরেন গিয়া আরবি,উর্দু,ফার্সি,গৌড়,পান্ডু,চুন্ডু আর কত্ত ভাষা। এই রকম আরো অনেক ভাষায় জীবনে কথা কইছি। তয় হালায় চিন্তা কইরা এইডা ঠিক করছি যে,একটা নতুন ভাষায় কথা কয়ন যায় কিনা ? এরপর আবিস্কার করলাম এই ভাষাটা, আপনার ভাষাটা কেমন লাগতাছে ?

সাংবাদিক-১ - জী স্যার, আপনার এই নব আবিষ্কৃত ভাষা কিন্তু অপূর্ব ! তা এবারে আমি প্রয়োজনীয় কথায় ফিরে আসি স্যার ?

গোলাম - কন।

সাংবাদিক-১ - স্যার, আপনি আমাকে মানে আমার পত্রিকাকে বলুন- পারিবারিকভাবে আপনি এখন কেমন আছেন ?

গোলাম - কি কমু দুখের কথা-আমারেতো কেউ মানতেই চায় না। কেউ ফাঁসি চায়-কেউ আবার পেরসিডেণ্ট বানাইবার চায়।

সাংবাদিক-১ - তার মানে ?

গোলাম - এই কথাডা মিয়া আপনে অহন তরি বুঝবার পারেন নাই-ঐ যে মাঝে মাঝেই

মিছিল-শ্লোগান "গোলাম-এর নাগরিকত্ব বাতিল করো", কত্ত মারামারি-ফাটাফাটি। প্রেসক্লাব, ইনভার্সিটি, গোলচত্বর, জিরো-পয়েন্ট, বায়তুল মোকাররম। আমার ল্যাঠ্ঠাল বাহিনী দাবড় দেয় বুঝলা,আবার হালারাই ল্যাজ গুটাইয়া আমার ঘরে ফিরা আসে-কিন্তু আমি জানি আমার নাগরিকত্ব আছে।

সাংবাদিক-১ - যেখানে জনগণ আপনার নাগরিকত্ব বাতিল করতে চায়, সেখানে কিভাবে আপনি বাংলাদেশের নাগরিক হিসাবে দাবি করেন ?

গোলাম - না! আমি বাংলাদেশের নাগরিক। আপনারা আমার ন্যাপ,তোষক, কম্বল, বিবি, বাল, বাচ্চা জোর কইরা কাইরা নিবার চান নাকি মিয়া ?

সাংবাদিক-১ - না স্যার, এখানে কাড়াকাড়ির প্রশ্ন আসছে কেন ? সত্যিকার অর্থেইতো আপনি বাংলাদেশের নাগরিক নন ।

গোলাম - এই মিয়া, কেঠায় কইছে আমি বাংলাদেশের নাগরিক না। অ্যাঁ, কেঠায় কইছে ?

সাংবাদিক-১ - কেঠায় কয় নাই। জোড় গলায় যতই বলেন স্যার আপনি বাংলাদেশের নাগরিক, আসলে ৭১-এ আপনার কর্মকান্ডই ....................

গোলাম - চুপ্ চুপ্ লজ্জার কথা। একাত্তর-টেকাত্তর বাদ দেন মশাই। যাউগ্গা, যা কইতাছিলাম, আমার পরিবার- আমার এক পোলায় আর্মির বড় অফিসার, এক খালাতো বিয়াই কাস্টমের কালেক্টর, ছোট ভাইয়ের মামাতো শ্বশুর হাইকোর্টে আছে....................

সাংবাদিক-১ - স্যার, আপনারতো দেখছি পুরো বাংলাদেশই আত্মীয়-স্বজন ।

গোলাম - হ, আর বাকি গুলায় হুজুর কেবলার দোয়ায় ভালাই আছে ।

সাংবাদিক-১ - ভাল কথা, আপনার কর্মজীবনের শুরুটা আমার পত্রিকাকে বলুন না স্যার ।

গোলাম - হালায় পাইছিলামতো বহুত দামি পোষ্ট, আছিলাম মজাছে রংপুর কারমাইকেল কলেজে।

সাংবাদিক-১ - রংপুর কারমাইকেল কলেজে ? তারপর আর কি কি পেশায় নিয়োজিত ছিলেন ?

গোলাম - ছিলাম ছোট খাট ব্যবসা-ট্যাবসা লইয়া।

সাংবাদিক-১ - ব্যবসাটা কি ছিল স্যার ?

গোলাম - আম, জাম, লিচু, কলা, কাঁঠাল, আপেল, বেদনা, আনারস, নাশপাতি ......

সাংবাদিক-১ - স্যার, এগুলোতো সব ফলের নাম, আর কোন বাবসা ?

গোলাম - প্যারাসিটামল, হিস্টাসিন, সিডাক্সিন, প্যাথেডিন, হেরোইন, মরফিন, কোকেন, মদ, গাঁজা, তাঁরি, চরস, ভাং..................

সাংবাদিক-১ - থামেন, থামেন ।

গোলাম - আপনেই থামেন। আমি পেরথমে দেইখাই ভাবছি, আপনে একজন পাক্কা সাংবাদিক। শোনেন, ব্যবসা চেঞ্জ করছি। এই ধরেন গিয়া, লোহা, শিশা, তামা, পিতল, কাঁসা, সোনা, রুপা...........

সাংবাদিক-১ - আপনার ব্যবসা সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারনা পেলাম, কিন্তু.....

গোলাম - কিন্তু কি ?

সাংবাদিক-১ - আপনার ব্যবসার বৈধ- অবৈধ দুইটাইতো দেখতে পাচ্ছি স্যার।

গোলাম - আরে মিয়া, আমার ব্যবসায়তো কোন বৈধ- অবৈধ নাই। হালায় সবই বৈধ, সবই অবৈধ ।

সাংবাদিক-১ - কিন্তু অবৈধ ব্যবসাটা দুই নাম্বার হয়ে যায় না স্যার ?

গোলাম - আরে মিয়া, আমার ব্যবসায়তো এক নাম্বার, দুই নাম্বার, তিন নাম্বার,হগগল

নাম্বার আছে ।

সাংবাদিক-১ - এক নাম্বার, দুই নাম্বার না হয় বুঝলাম, কিন্তু তিন নাম্বার ব্যবসাটা কি ?

গোলাম - (স্বগত) মারছে হালায়! গোপন কথার গোমরতো ফাঁস হইয়া যাইতাছে।

সাংবাদিক-১ - স্যার, আপনি কি কিছু বলছেন ?

গোলাম - না, মানে কইতেছিলাম আমার বাবসা, আমার কর্মজীবন যা জিগাইতেছিলেন।

**(ষ্টেজের লাইট আস্তে আস্তে নিভতে থাকবে)**

## দৃশ্য-২

**(আলো জ্বলে উঠবে। ড্রয়িংরুমে গোলাম ও সাংবাদিক-১ বসা। সাংবাদিক-২(নারী) এর প্রবেশ, আসন গ্রহন করতে করতে)**

সাংবাদিক-২(নারী) - আস্‌সালামুআলাইকুম স্যার ।
গোলাম - ওয়ালাইকুমাস্‌সালাম । (স্বগত) 'তেঁতুল তত্ত্ব'-এর কথা মনে আইতাছে।
সাংবাদিক-২(নারী)- স্যার, কিছু বললেন ?
গোলাম - না, মানে আমি মহিলাগোর লগে ইন্টারভিউ দেই না।
সাংবাদিক-২(নারী)- কেন ? আপনার সাথে তো অনেক মহিলাদের ওঠা-বসা। আর তাছাড়া আপনি তো মহিলাদের সাথে রাজনৈতিক আঁতাতও করেছেন ......
গোলাম - হু, বসেন।
সাংবাদিক-২(নারী)- স্যার, আমি রাজনীতি নিয়ে একটু আলোচনা করতে চাই ।
গোলাম - করেন ।
সাংবাদিক-২(নারী)- প্রথমেই গণতন্ত্র, এ সম্পর্কে আপনার মতামত ?
গোলাম - গণতন্ত্র ? হালার দ্যাশের নেতারা যেমুন ইবলিশ, জনগণও তেমন আদম। কিচ্ছু বোঝেনা- গণতন্ত্র কারে কয়।
সাংবাদিক-২(নারী)- তাহলে গণতন্ত্র কি ?
গোলাম - গণতন্ত্র, ফনতন্ত্র হালায় কোন তন্ত্র বুঝিনা। দ্যাশ চালাইবো একজন, সরকার হইবো একজন। যদি নির্বাচন হয় হালায় একজনই দাঁড়াইবো ।
সাংবাদিক-২(নারী)- এটা কি করে সম্ভব স্যার ?
গোলাম - আরে মিয়া, সম্ভব কইরা ছাইরা দিমু । আমি যদি নির্বাচনে দাড়াই তাইলে হালায় আর কাউরে দাঁড়াইতে দিমু না ।
সাংবাদিক-২(নারী)- যাহোক স্যার, জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে কিছু বলুন ।
গোলাম - জাতীয়তাবাদের কথা কইতাছেন ? হেইডার কোন প্রয়োজন আছে ?
সাংবাদিক-২(নারী)- কেন স্যার ?
গোলাম - জাতীয়তাবাদের কোন প্রয়োজন নাইক্কা।
সাংবাদিক-২(নারী)- ঠিক আছে স্যার, সমাজতন্ত্র সম্পর্কে আপনার মন্তব্য ?
গোলাম - (স্বগত) মারছে হালায় ! জায়গা মত হাত দিছে দেখা যায়। আরে মিয়া, হেইডা লইয়াইতো এত সমস্যা। ঐ সমাজতন্ত্র মানে গরীব মানুষগোর তন্ত্র-ফন্ত্র বন্ধ করবার লাইগাই তো আমি হালার ন্যাংটা বয়স থাইক্কা ফাটাফাটি করতাছি।
সাংবাদিক-২(নারী)- স্যার গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র-সবগুলো তন্ত্র সম্পর্কেই দেখছি আপনার আপত্তি আছে।

গোলাম - হ,হ আমি পেরথমে দেইখাই ভাবছি, আপনে একজন পাক্কা সাংবাদিক। যাউগ্গা, এ ব্যাপারে আমার আর মতামত কয়নের কিছু নাই ।
সাংবাদিক-২(নারী)- কেন স্যার ?
গোলাম - কারন কিসের নাকি সব তন্ত্র, গণতন্ত্র, ঐ সমাজতন্ত্র আরও একটা কি প্রজাতন্ত্র, অমুক তমুক সব তন্ত্র দিয়া বোঝাই কইরা রাখছে। আমি যদি যাইগা মতন যাই ......

সাংবাদিক-২(নারী)- জী স্যার ।
গোলাম - তাইলে আমি এ সব বাদ দিয়া দিমু ।
সাংবাদিক-২(নারী)- বলেন কি স্যার ? (চিৎকার করে)
গোলাম - হাছা কথা কইতাছি মিয়া, এতো চ্যাঁতেন কিল্লাই ? মিয়া, আমিতো কইছি এসব বাদ দিয়া, আমি নতুন কইরা খালি বুঝলেন-কোন তন্ত্র-মন্ত্র থাকবো না। আমি যখন জায়গা মতন যামু, তখন কোন মন্ত্র-তন্ত্র থাকবো না। সবাই ঐ ধর্ম মন্ত্রণালয়ের ভিতর দিয়া হাইট্টা হাইট্টা যাইব গা।
সাংবাদিক-২(নারী)- না স্যার, আমি ব্যাপারটা বুঝতে পারছি না। আপনি মন্ত্র-তন্ত্রের মধ্যে কোনটা রাখতে চাচ্ছেন ?
গোলাম - কোন তন্ত্র-মন্ত্র থাকবো না,আমি খালি ধর্ম রাখুম, খালি ধর্ম মন্ত্রণালয় থাকবো।
সাংবাদিক-২(নারী)- স্যার, দেশ চলবে কিভাবে ? এই মিনিষ্ট্রি কিভাবে চলবে ?
গোলাম - এই যতো মন্ত্রণালয় আছে বুঝলেন, সব মন্ত্রণালয় ধর্ম মন্ত্রণালয়ের ভিতর দিয়া হাইট্টা হাইট্টা পার হইয়া যাইব ।
সাংবাদিক-২(নারী)- এটা কি করে সম্ভব স্যার ?
গোলাম - সম্ভব কইরা ছাইরা দিমু ।
সাংবাদিক-২(নারী)- যাউকগে স্যার আর বিতর্কে যাব না। কিন্তু এতে তো প্রশাসনিক কাজে অসুবিধা দেখা দেবে ?
গোলাম - আরে মিয়া, আপনেতো দেখতাছি আনাড়ি সাংবাদিক। ঐ সেক্রেটারি, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার এসবের কোন প্রয়োজন আছে কন ? কিসের নাকি মেডিকেল বুঝলেন, ইঞ্জিনিয়ারিং কিসের ঐ কুয়েট-না কি কয় ? তারপর ধরেন গিয়া, ইনভার্সিটি-সব আবোল-তাবোল। ওসব গুলা পইরা কখনো শিক্ষা অর্জন করা যায় ?
সাংবাদিক-২(নারী)- তাহলে কি করে সম্ভব ?
গোলাম - সম্ভব আছে। আমি ভাবতাছি যে, যদি আমি যাইগা মতন যাই, তাহলে এদেশে মাদ্রাসা ছাড়া আর কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রাখুম না ।
সাংবাদিক-২(নারী)- তাহলে স্যার, শিক্ষা অর্জন শেষে সেক্রেটারিয়েট চলবে কি করে ?
গোলাম - সেক্রেটারিয়েট চালামু ।
সাংবাদিক-২(নারী)- টাইটেল পড়া লোকজনই চালাবে দেশ ?
গোলাম - হাছা কথা, আমি আবার সবগুলারে ফের মাদ্রাসায় পাঠামু। মাদ্রাসায় পাঠাইয়া বড় বড় দাড়ি রাখাইয়া তারপর শালাগোরে পাঠামু চাকরিতে।
সাংবাদিক-২(নারী)- দাড়ি কি স্যার বাধ্যতামূলক হবে ? **(হেঁসে)**
গোলাম - হ, হাছা ।
সাংবাদিক-২(নারী)- তাহলে সেলুনের কি হবে ?
গোলাম - সেলুনের কথা কইতাছেন, এই সেলুন সব বাজেয়াপ্ত কইরা দিমু। আর যত বে–ড আছে দাড়ি কাটার .........
সাংবাদিক-২(নারী)- জী স্যার ?
গোলাম - বে–ড আমদানি বন্ধ, একবারে সীমান্ত বন্ধ কইরা দিমু ।

**(ষ্টেজের লাইট আস্তে আস্তে নিভতে থাকবে)**

## দৃশ্য-৩

**(আলো জ্বলে উঠবে।-ড্রয়িংরুমে গোলাম, সাংবাদিক-১, সাংবাদিক-২(নারী) বসা।
সাংবাদিক-৩ এর প্রবেশ, আসন গ্রহন করতে করতে)**

সাংবাদিক-৩ - আস্‌সালামুআলাইকুম স্যার ।
গোলাম - ওয়ালাইকুমাস্‌সালাম ।
সাংবাদিক-৩ - স্যার, দেশের আইন সম্পর্কে কিছু বলুন ।
গোলাম - হে হে আইন-খুব সুন্দর একটা পুশনো করছেন। হালার আইনের কথা কি কমু? হালার সবই ভুয়া। দোষ করে একজন আর ফাঁসি চায় আরেকজনের, এই যেমুন ধরেন গিয়া একাত্তরে দোষ করল পাকিস্তানীরা আর বিচার চায় আমগোর। যত আইন আছে হালার সবই ভুয়া ।
সাংবাদিক-৩ - তার মানে স্যার ?
গোলাম - শোনেন দ্যাশে কি চোরের অভাব আছে, এই যেমুন ধরেন গিয়া- মুরগি চোর, গরু চোর, গম চোর, ব্যাঙ্ক চোর, আইন চোর, মেধা চোর- এই রকম বহু চোর আছে। এর মধ্যে কয়টা চোররে ধরবার পারে ? আইন কয়টারে বিচার করবার পারে আপনিই কন ?
সাংবাদিক-৩ - কিন্তু আপনার অনুসারিরাতো আইনের কথা বলে আল্লাহর আইন ও সৎলোকের শাসন দাবি করে...
গোলাম - দেখেন এইখানেও কি পেজগি লাগছে। চায় আল্লাহর আইন আবার চায় ব্লাশফেমি আইন, ব্লাশফেমি আইন হইলো গিয়া বিধর্মীগোর ।
সাংবাদিক-৩ - যাহোক স্যার, আন্তর্জাতিক রাজনীতি সম্পর্কে আপনার অভিমত ?
গোলাম - হা,হা ভালা পুশনো করছেন বুঝলেন। আমি আপনারে পেরথমে দেইখাই ভাবছি, আপনে সিরিয়াস ভাবে কিছু পুশনো করবার পারেন, আন্তর্জাতিক রাজনীতির কথা কইতাছেন তো, এই রাজনীতির ক্ষেত্রে মতামত ব্যক্ত করতে গেলে আমার বেশ ভালাই লাগে, আবার একদিক দিয়া একটু খারাপও লাগে। বেশী দূরে যাইতে চাইনা, এই ধরেন আমার পাশের দ্যাশে আদভানী ভাই। হেই আদভানী ভায়ের লগে আমার একটা মিল আছে ।
সাংবাদিক-৩ - কারনটা কি স্যার ?
গোলাম - কারন এই ধরেন গিয়া, আমি যে ব্যবসা করবার চাই, আমি ধরেন যে ধর্ম লইয়া রাজনীতি করি, হেও হিন্দুগোর লইয়া হেও রাজনীতি করেন ।
সাংবাদিক-৩ - তা ঠিক আছে স্যার, আপনার আন্তর্জাতিক রাজনীতি সম্পর্কে ভাল ধারনা আছে। আপনিতো দেশের একজন প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ ?
গোলাম - হাঁছা ।

সাংবাদিক-৩ - আপনিতো একজন ভাষা সৈনিক ?
গোলাম - হাঁছা ।
সাংবাদিক-৩ - আপনিতো একজন ফতোয়াবাজ ?
গোলাম - (রাগত) হাঁছা ।
সাংবাদিক-৩ - আপনিতো একজন দালাল, নরঘাতক ও মহারাজাকার ?
গোলাম - হাঁছা ! কি কইলেন ? আমি দালাল, আমি নরঘাতক, আমি মহারাজাকার ?

শোনেন মিয়া, আপনার দেয়া সবগুলা খেতাব মাইনা লইতাছি। মাগার দুইটা খেতাব মাইনা লইতে পারতাছি না ..............

সাংবাদিক-৩ - তাহলে বলুন স্যার, আপনি কোন্ কোন্ খেতাব মেনে নিতে পারছেন আর কোন্ দুটো মেনে নিতে পারছেন না ?

গোলাম - আমি ভাষা সৈনিক- হাঁছা কথা, আমি ফতোয়াবাজ মাইনা লইলাম, আমি রাজাকার হক কথা-স্বেচ্ছাসেবক মাইনা লইলাম। মাগার আমি দালাল, আমি নরঘাতক এই দুইটা খেতাবের প্রতি বহুবি অভিযোগ আছে।

সাংবাদিক-৩ - তাহলে স্যার, বিষয়গুলো অনুগ্রহপূর্বক ব্যাখ্যা করুন।

গোলাম - আমি প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ- এই কথাডা কেঠায় না জানে ? আমি রাজনীতি করছি আব্দুর রহিম, হাফেজী হুযুর তারপর ধরেন গিয়া হেগোর লগে। ব্রিটিশগোর লগে মাঝে মাঝে বিট্রে করছি, মাঝে মাঝে আবার কমপরমাইজ করছি। পাকিস্তানীগোর লগে বিট্রে কইরা ভাষা সৈনিক হইছি, কিন্তু ৭১-এ কমপরমাইজ.......

সাংবাদিক-৩ - স্যার, তাহলে আপনি ৭১-এ পাকিস্তানীদের সাথে কমপরমাইজ করেছেন ?

গোলাম - (স্বগত) মারছে হালায় ! ধরা পইরা গেলাম বুঝি ?

সাংবাদিক-৩ - আপনি কি কিছু বলছেন স্যার ?

গোলাম - না মানে, আমি ভাষা সৈনিক আছিলাম। আমি ফতোয়াবাজ, আপনার জন্য মাইনা লইলাম। মাঝে মাঝে ফতোয়া দিয়া পুলিশ আর ছাত্রের মধ্যে কি ট্র্যাজেডি তৈরি করছি দেখেন নাই ? হালার ঠোলাও মরছে, মরণচাঁদের মিষ্টিও গেছে। আমি রাজাকার হককথা ৭১-এ পাকিস্থানী বাহিনীর স্বেচ্ছাসেবক .......................

সাংবাদিক-৩ - কি ব্যাপার আপনি থেমে গেলেন যে স্যার ?

গোলাম - (কাঁসি) না মানে কইতেছিলাম, আপনার সেই দুইটা খেতাব আমি মাইনা লইতে পারতাছি না ? আমি দালাল হেইডা আপনে কনফার্ম হইলেন কেমনে ?

সাংবাদিক-৩ - আপনি ৭১-এ যে কর্মকান্ড করেছেন, তাতে এটাই প্রমানিত হয় যে, আপনি পাকিস্তানী দালাল।

গোলাম - (থমকে) হ, আমি দালাল- কাছে আসেন মিয়া, কাছে আসেন। হ, দালাল আছিলাম, ৭১ সালে দালাল আমি আছিলাম । আমার দালালের ইতিহাস কইতে পারি একটা শর্তে ।

সাংবাদিক-৩ - শর্ত ? শর্ত কি স্যার ?

গোলাম - শর্ত হইলো, আমার দালালির ইতিহাস তুমি ছাড়া যদি কেউ জানে তাহলে তোমার ওয়াইফ কিন্তু বিধবা হইবো,তোমার পোলারা এতিম হইবো,দরজায় দরজায় ভিক্ষা করবো। এই শর্তে যদি রাজী থাক সাংবাদিক, তাহলে আমি আমার দালালির ইতিহাস বয়ান করতে পারি। কও রাজি আছো কিনা ? আমি জানি তুমি রাজি হইবা না। কারন তোমার মতন অতীতে অনেকেই রাজি হয় নাই, আবার অনেকেই হইছে।

সাংবাদিক-৩ - স্যার, আমি কথাটা ঠিক বুঝতে পারলাম না ।

গোলাম - বুঝতে পারলে না (হাসি) ? কত্ত পবিত্র চেয়ার অপবিত্র হইলো। জানতে চাও আমার দালালীর ইতিহাস ? জানতে চাও ?

সাংবাদিক-৩ - তাতো বটেই স্যার (ঢোক গিলে) ।

গোলাম - তবে শোনো, হায়রে বাংলাদেশ ! আমার সোনামানিক (রাগত) স্বাধীনতা চাস

হারামজাদা, স্বাধীনতা চাস ? আমরাতো দালাল, আমরাতো স্বাধীনতার চেয়ে দালালীই বেশি পছন্দ করি। আমরাতো চাই পাকিস্তানীগোর লগে আপোষ করতে, আমরাতো চাই ধর্ম ব্যবসা কইরা এদেশটারে পাকিস্তানের দাস বানাইতে।
শোন সাংবাদিক, ৭১-এ যা কিছু হইছে, সব আমার জন্য। নয় মাস পাক হানাদার বাহিনী বাংলার আনাচে-কানাচে যে হত্যাযজ্ঞ চালাইছে তা এই গোলামের জন্য। হাজার হাজার বীরঙ্গনার সম্ভ্রম লূট হইছে, সেটা এই গোলামের জন্য।
১৪ ডিসেম্বরের রাতে এদেশের যতো বুদ্ধিজীবীদের কাপুরুষের মতো চোখ বেঁধে রায়ের বাজারের বধ্যভূমিতে পূতে রাখা হয়েছে, তা আমারই মতো জল্লাদের জন্য। হাজার হাজার মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে যারা এখনো ভিক্ষা করে তাও এই পিশাচের জন্য।

**(আবহ সঙ্গীত বাজবে)**

বেকারত্ব, সন্ত্রাস, অস্ত্রের মহড়া সব আমারই জন্য। এদেশের গোল্ড ব্যবসা, নারী পাচার, শিশু পাচার, অর্থ পাচার, মেধা পাচার সব আমারই জন্য।
কি হে সাংবাদিক, চুপ করে আছো কেন ? কথাগুলো কেমন লাগছে ?

সাংবাদিক-৩ - স্যার, অপ্রিয় হলেও ঘটনা কিন্তু একশো ভাগ সত্য ।

গোলাম - তাতো বটেই। আরও শুনবা ? আমার কাছে আছে- দুই কোটি মগজ, এক কোটি কলম আর এক বস্তা মুক্তিযোদ্ধাগোর চোখ।

**(ষ্টেজের লাইট আস্তে আস্তে নিভতে থাকবে)**

ISBN 9781727793352